যুগান্তর

তারিখ ... 2 FEB 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষকদের কনসালটেন্সি ও এনজিওতে সময় এবং মেধা ব্যয় করিবার অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণে পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা জানাইয়া বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এই ক্ষেত্রে আগাইয়া আসিবার আহ্বান জানান। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত রাখা অতীব জরুরি। সেই সঙ্গে জ্ঞান ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণও সঙ্গত নয়। ইহা ছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে কনসালটেন্সি ব্যবসা এবং এনজিওতে মেধা খাটাইবার প্রবণতা। বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে সাধারণে আলোচিত।

এই পরিস্থিতি ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়, ছাত্রদের জন্য যে পরিমাণ সময় ব্যয় করা উচিত শিক্ষকদের, তাহা তাহারা করেন না। ফলে দূরত্ব সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষার্থীরা হইয়া পড়িয়াছে নিঃসঙ্গ। এই প্রবণতার সহিত অনিবার্য উপাদান হিসাবে যুক্ত হইয়াছে শিক্ষকদের রাজনীতি। এই সকলই এখন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আসন সংকট হইতেই জন্ম লইয়াছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রথম বিকাশ নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি। ১০ বৎসরের ফলাফল লইয়া এই প্রতিষ্ঠান যে সুনাম কুড়াইয়াছে, তাহারই পরিণতি স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়িবার আয়োজন। এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তিত বিশ্ব চাহিদার আলোকে শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করিয়া বাংলাদেশের নূতন প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক মান উন্নত করিবার প্রয়াস চালাইতেছে। ইহা যদিও একটি সুখবর কিন্তু বেসরকারি এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, যেইগুলির যেমন নিজস্ব ক্যাম্পাস নাই তেমনই ক্লাসের উপযুক্ত রুম নাই। স্রেফ বাণিজ্য করিবার লক্ষ্যেই ঐ সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে বলিয়া জনমনে ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। সত্য সত্যই যদি জাতির নবপ্রজন্মকে জ্ঞানী ও প্রাগ্রসর চেতনায় গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সৎ ও দূরদর্শী উপদেশ-পরামর্শ প্রয়োজন। এনজিও ও কনসালটেন্সিতে যদি তাহাদের মেধা বিক্রয় করেন, তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিতই থাকিয়া যাইবে। ইহা কোন শিক্ষিত-সচেতন মানুষের কাম্য হইতে পারে না। কেননা, সকল সচেতন মানুষই মনে করেন যে শিক্ষক সম্প্রদায় শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই নয়, সমাজেরও অভিভাবক। জাতিকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিবার প্রধান দায়িত্ব তাহাদেরই। উহা ভুলিয়া যাওয়া একজন শিক্ষকের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। তাহারা যদি অধিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন এবং আমরা মনে করি তাহাই হওয়া উচিত, তবে শিক্ষা-দীক্ষায় আমাদের স্থান উঁচুতে উঠিতে বাধ্য আর ইহাই সকল মানুষের কাম্য। আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরিত্যাগ করিতে বলি বাণিজ্যিক লক্ষ্য। সেই সঙ্গে সেইখানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পার্টটাইমার হিসাবে নিয়োগ কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও বাণিজ্যিক মনোভাব ত্যাগ করিয়া কনসালটেন্সি, পার্টটাইম চাকরি ও এনজিওর কাজে সময় ও শ্রম অপব্যয়ের না করিয়া তাহাদের মূল দায়িত্ব অর্থাৎ অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিবার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করিবেন।